অন্তরের কঠোরতা

15 August-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ قَالَ: اَلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْحَقُ لِلْخَطَايَا مِنَ الْمَاءِ لِلنَّارِ، وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ۔

অনুবাদ: মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: পানি যত দ্রুত আগুন নিভিয়ে দেয়, নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা এরচেয়েও বেশি দ্রুত গুনাহ মুছে দেয় আর নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করা গোলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম। **(তারিখে বাগদাদ, ৭/১৭২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفۡضَلُ الۡعَمَلِ اَلنِّیَّۃُ الصَّادِقَۃُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তর কেন কঠোর হয়ে যায়? অন্তরের কঠোরতার কি কি ক্ষতি রয়েছে? এর চিকিৎসা কিভাবে সম্ভব? اِنۡ شَآءَ اللہ

আজকের বয়ানে আমরা এই সম্পর্কে বিভিন্ন মাদানী ফুল অর্জন করার চেষ্টা করবো, গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবন করার চেষ্টা করুন।

অন্তরের কঠোরতা কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরের কঠোরতা এমন একটি অভ্যন্তরীণ রোগ, যার কারণে অন্যায় ভাবে হত্যা এবং না জানি কি কি গুনাহ সংঘঠিত হয়ে যায়, অন্তরের কঠোরতা কি? আসুন শ্রবণ করি! যেমনটি;

তাফসীরে "সীরাতুল জিনান" ৪র্থ খন্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: অন্তরের কঠোরতার অর্থ হচ্ছে যে, মৃত্যু এবং পরকালকে স্মরণ না করার কারণে অন্তর এমন কঠোর হয়ে যায় যে, উপদেশ অন্তরে রেখাপাত করে না, গুনাহের প্রবণতা বেড়ে যায়, গুনাহ করতে লজ্জাবোধ হয় না এবং তাওবা করার প্রতি মনোযোগ থাকে না। **(সীরাতুল জিনান, ৪/৩৭০পৃ:)**

মনে রাখবেন! অন্তরের কঠোরতার রোগ কোন সাধারণ রোগ নয় বরং এটি এমন ক্ষতিকারক যে, কুরআনে পাকেও স্পষ্টভাবে পাষান হৃদয়ের লোকের তিরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন- ১ম পারা, সুরা বাকারা, ৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِیَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ

(পারা ১, বাকারা, আয়াত ৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর, এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো। তখন তা পাথর সমূহের ন্যায় হয়; বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর।

পাথরের চেয়েও কঠিন হৃদয়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় যে কঠিন হৃদয়ের লোকদের তিরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বনী ইসরাঈলের লোকদের, যারা হযরত মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর যুগে ছিলো, তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, বড় বড় নিদর্শন এবং হযরত মুসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর মুজিযা দেখেও তারা শিক্ষা গ্রহন করেনি, তাদের অন্তর পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিলো বরং তার চেয়েও বেশি কঠিন, কেননা পাথরেও প্রভাব বিস্তার করে যে, এদের কোন কোনটি থেকে নদী প্রবাহিত হয়, কোন কোন পাথর ফেটে যায় তখন তা থেকে পানি প্রবাহিত হয় এবং কোনটি খোদাভীতিতে গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ পাকের যেমন ইচ্ছা, কিন্তু মানুষ! যাকে অধিকহারে বোধশক্তি ও বিবেচনা করার জ্ঞান দেয়া হয়েছে, যারা ইন্দ্রিয় ক্ষমতাবান, জ্ঞানে পরিপূর্ণ, যাদের সম্মুখে দলীলাদি দৃশ্যমান এবং শিক্ষা ও নসিহত অর্জনের সুযোগ রয়েছে কিন্তু তারপরও আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও উপাসনার দিকে আসে না। (সীরাতুল জিনান, পারা: ১, ১/১৪৬)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদিসে মুবারকা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অন্তরের কঠোরতা অনেক মারাত্মক একটি ব্যাধি এবং ক্ষতিকারক বিপদ। গুনাহের ব্যাধিতে আক্রান্ত করানোর মাঝে এই রোগের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। এর ভয়াবহতা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মুমিন বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো, তার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/৪৪) কেননা অন্তরের কঠোরতা গুনাহে বৃদ্ধি ঘটায়,

অন্তরের কঠোরতা দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দেয়, অন্তরের কঠোরতা ইবাদত ও তিলাওয়াত আর আল্লাহ পাকের যিকিরের স্বাদ মিঠিয়ে দেয়, অন্তরের কঠোরতা আল্লাহ পাকের রহমতকে দূর করে দেয়, অন্তরের কঠোরতা দুর্ভাগ্যের আলামত, মোটকথা! এটা এমন এক রোগ, যার কারণে আরো অনেক জাহেরি ও বাতেনী রোগ জন্ম নেয়। বিভিন্ন হাদিস শরীফে এটার ব্যাপারে নিন্দা করা হয়েছে। আসুন! এ সম্পর্কে আরও দু'টি হাদিস শরীফ শ্রবণ করি:

(১) "পাষাণ হৃদয় ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে অনেক দূরে থাকে। **(তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৬২ বাবু মিনহু, ৪/১৮৪, হাদিস: ২৪১৯)**

(২) "চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, (১) কান্না না আসা, (২) অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া, (৩) দীর্ঘ আশা করা (৪) এবং দুনিয়ার লোভে পতিত হওয়া।" **(আল জামেউস সগীর, পৃষ্ঠা: ৬২, হাদিস: ৯২১)**

পাষাণ হৃদয়ের আলামত:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরত্ব এবং সর্বদা দূর্ভাগ্যের একটি কারণ হলো অন্তরের কঠোরতা। আজকাল অধিকাংশ লোকদের পেরেশানী, বিপদাপদ, অর্থ সঙ্কট এবং ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতার হা-হুতাশ করতে দেখা যায়, চিন্তা করা উচিৎ যে, এসব বিপদের কারণ আমাদের অন্তরের কঠোরতা এবং এর কারণে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরত্ব তো নয়? আবার এমন তো নয় যে আমাদের অন্তরের কঠোরতা পাথরের চেয়েও বেশি কঠোর হয়ে গেছে আর আমরা সেই ব্যাপারে জানিও না? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক রোগের কিছু না কিছু আলামত থাকে, যার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা সহজ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি

অন্তরের কঠোরতারও কিছু আলামত রয়েছে। আসুন! তা থেকে কয়েকটি লক্ষণ শ্রবণ করি।

(১) ইবাদতে অলসতা করা!

অন্তর কঠিন হওয়ার একটি আলামত এটাও যে, মানুষ নেক আমল থেকে দূরে থাকে, যদি কখনো মসজিদে যাওয়ার সামর্থ্য হয়েও যায় তবে বিনয় ও নম্রতা ছাড়া তাড়াতাড়ি এভাবে নামায পড়ে যেনো খাঁচায় বন্দী পাখি, যে তাড়াতাড়ি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক এভাবে অন্যান্য ফরয ও ওয়াজিব সমূহও বোঝা মনে হতে থাকে। অন্তরের কঠোরতার এই আলামত খুবই খারাপ, কেননা কুরআনে পাকে মুনাফিকদেরও একই আলামত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন মনভোলা অবস্থায়।

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৪২)

আল্লাহ পাক আমাদের এই আপদ (অর্থাৎ অন্তরের কঠোরতা) থেকে মুক্তি দান করুক এবং আমাদের ইবাদত ও তিলাওয়াতে বিনয় ও নম্রতা এবং একাগ্রতা ও অটলতার দৌলত দান করুক ।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) উপদেশ প্রভাব বিস্তার না করা!

একইভাবে অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এটাও যে, যখন বান্দা ওয়াজ ও নসিহত এবং আখিরাতের স্মরণমূলক আলোচনা বা হঠাৎ

মৃত্যুর ঘটনা পড়ে বা শোনে তো তার মনে পরকালের চিন্তা বা নেক কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া।

(৩) আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া!

অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এটাও যে, বান্দা চিরস্থায়ী আখিরাতের উপর এই দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেয়া শুরু করে এবং দুনিয়াকে নিজের সবকিছু ভেবে তাকে পেতে অস্থির হয়ে যায়, এর প্রতিফল এরূপ যে, সেই ব্যক্তি দুনিয়ার ভালবাসায় অন্ধ হয়ে, গুনাহের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় তার দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস ছাড়া আর কিছু অর্জন হয় না।

(৪) ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়া!

অন্তরের কঠোরতার একটি আলামত এটাও যে, যখন বান্দার সামনে আল্লাহ পাকের সীমালংঘন করা হয় এবং নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার মাধ্যমে গুনাহের বন্যা বয়ে দেয়, তখনও তার ঈমানী চেতনা জাগ্রত হয় না এবং সে এই মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করে না বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না থাকাবস্থায় অন্তরে খারাপও জানে না তবে বুঝে নিতে হবে যে, তার অন্তর পাষাণ হয়ে গেছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আলামত এবং নিদর্শন সমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে ধারনা করা যায় যে, অন্তরের কঠোরতা কিরূপ বিপদজনক রোগ, অন্তরের কঠোরতা এমন একটি রোগ, যা বান্দাকে আল্লাহ পাকের পথ থেকে সরিয়ে নফস ও শয়তানের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অন্তরের

কঠোরতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটি পদ্ধতি হলো, বান্দা যেন সেই কারণসমূহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, যা অন্তরকে কঠিন করে দেয় এবং তা নির্মূল করার চেষ্টাও করে। আসুন! এ থেকে কয়েকটি কারণ শ্রবণ করি।

দুনিয়ার ভালবাসা:

(১) অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ, দুনিয়ার ভালোবাসা, কেননা যখন দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষের অন্তরে ছেয়ে যায়, তখন অন্তর সেই দিকে মনোযোগি হতে থাকে অতঃপর যিকরুল্লাহ এবং ইবাদতে মন বসে না আর মানুষ দুনিয়ার খেল-তামাশায় এবং এর নশ্বর ঝাঁকজমকের মাঝে শান্তি খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করে। প্রথমতো অযথা ও গুনাহের কাজের মধ্যে দুনিয়া ধ্বংস করে অতঃপর আখিরাতেও অপমান ও অপদস্ততা তার পরিণতি হতে পারে।

(২) অন্তরের কঠোরতার আরেকটি কারণ, অহেতুক কথাবার্তা! বেশি কথা বলা বা চিন্তাভাবনা না করে বলা অন্যান্য আপদের পাশাপাশি অন্তরের কঠোরতার কারণও, কেননা মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো এই মুখ, এই মুখই মনের দরজা, যখনই মুখ চলবে মন ও মনন সেই দিকেই আকর্ষিত হয়, অহেতুক এবং অযথা কথাবার্তায় ব্যস্ততার কারণে মন ও মনন আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করার, নিজের আখিরাত সাজানোর, মৃত্যু ও তার পরের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দিকে মনোযোগ দিতে পারে না, এভাবেই অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে কঠিন হয়ে যাবে। হাদিসে পাকে অন্তরের কঠোরতার একটি কারণ অহেতুক কথাবার্তা বলার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “হে লোকেরা! যিকরুল্লাহ ছাড়া অন্য

বাক্য অধিকহারে বলো না! কেননা অধিকহারে কথাবার্তা বলা অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ এবং নিশ্চয় লোকদের মধ্যে আল্লাহ পাকের দূরবর্তী সেই, যার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।” (তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৮৪, হাদিস ২৪১৯)

(৩) অন্তরের কঠোরতার আরও একটি কারণ, অধিকহারে হাসা, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “অধিকহারে হাসিও না! কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মৃত (অর্থাৎ কঠোর) বানিয়ে দেয়।” (ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৪৬৫, হাদিস ৪১৯৩) এবং অত্যাধিক হাসির ক্ষতি বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরও ইরশাদ করেন: “অধিক হাসি থেকে বেঁচে থাকো কেননা হাসি চেহারার উজ্জলতা দূর করে দেয়।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদাব, ৩/৩৪০, হাদিস নং: ২৭)

(৪) অন্তরের কঠোরতার চতুর্থ কারণ, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসিন হওয়া কেননা প্রতিটি অন্তরের চারটি অবস্থা থাকে: (১) উচ্চতা (২) প্রশস্ততা (৩) হীনতা এবং (৪) কঠোরতা আর অন্তরের উচ্চতা যিকিরুল্লাহর মধ্যে, এর প্রশস্ততা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি পাওয়ার মধ্যে, এর হীনতা আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি ব্যস্ত হওয়ার মধ্যে এবং এর কঠোরতা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসিনতার মধ্যে। (শাহরায়ে আউলিয়া, ১০ পৃ:)

(৫) অন্তরের কঠোরতার আরও একটি কারণ, পেট ভরে খাওয়া, জি হ্যাঁ! পেট ভরে খাওয়াতে যেমনি ইবাদতে অলসতা এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, তেমনি এটার আরো একটি ক্ষতি হলো, পেট ভরে খাওয়াটা অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন হারেস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: “যেই অভ্যাসগুলো অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, তার মধ্যে অধিক

আহার করারও অন্তর্ভূক্ত।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৮/৩৯২) হযরত সায়্যিদুনা মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “অধিক আহার অন্তর কঠোর হওয়ার কারণ।”

(হিকায়াতেঁ অউর নসিহতেঁ, ৩৫০ পৃ:)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের কঠোরতার ক্ষতি সমূহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ সর্বদা সেই বস্তু অর্জন করার চেষ্টায় থাকে, যাতে উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়, আর সেই বস্তু যা ক্ষতির কারণ, সকল বিবেকবান মানুষ এমন বস্তু থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। অন্তরের কঠোরতায়ও নিঃসন্দেহে কোন উপকারিতা নেই বরং শুধুই ক্ষতি আর ক্ষতি। যখন বান্দার অন্তর কঠিন হয়ে যায় তখন সে কি কি ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে? আসুন! এটাও শুনে নিই। যেমনটি

প্রথম ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার একটি ক্ষতি হলো, বান্দা গুনাহে নির্ভীক হয়ে যায়, তার কবরের আতঙ্ক, কিয়ামতের ভয়, আখিরাতের হিসাব এবং জাহান্নামের আযাবের কোন পরওয়া থাকে না, সকল প্রকার উপদেশ থেকে উদাসিন হওয়ার পাশাপাশি এরূপ মানুষ নিঃশঙ্ক ও মুখে যা আসে বলে দেয়, এর ফলে অনেক সময় মানুষ আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিয়াদবি মূলক আচরণ করে ঈমানহারা হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “যে ব্যক্তির মুখ নির্ভীক হয়ে যায়, সকল ভাল-খারাপ কথা বাধাহীন ভাবে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে, তখন বুঝে নিবেন যে, তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে, তার কোন লজ্জা নেই। কঠোরতা হচ্ছে সেই বৃক্ষ,

যার শিকড় মানুষের অন্তরে এবং সেটার শাখা প্রশাখা দোযখে। এরূপ নির্ভীক ব্যক্তির পরিণতি এমন হয় যে, সে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারেও বিয়াদব হয়ে অবশেষে কাফির হয়ে যায়।
(মিরআত, ৬/৬৪১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

দ্বিতীয় ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার ক্ষতি এটাও যে, বান্দা আল্লাহ পাকের ইবাদত, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত এবং নেক আমল থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়, অথচ আমাদের জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহ পাকের ইবাদত এবং নেক আমলের দিকে আগ্রহ রাখা। যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ مَا خَلَقۡتُ الۡجِنَّ وَ الۡاِنۡسَ اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡنِ ﴿۵۶﴾
(পারা ২৭, যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি জিন ও মানব এতটুকুর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

অপর এক জায়গায় ইরশাদ করেন:

الَّذِیۡ خَلَقَ الۡمَوۡتَ وَ الۡحَیٰوۃَ لِیَبۡلُوَکُمۡ اَیُّکُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ
(পারা ২৯, মুলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরিক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

চিন্তা করুন! আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ পাকের ইবাদত এবং অধিকহারে নেক আমল করা, কিন্তু অন্তরের কঠোরতা এমন একটি রোগ যার কারণে মানুষ নিজের জীবনের লক্ষ্য পর্যন্ত ভুলে যায়।

তৃতীয় ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার একটি ক্ষতি এটাও যে, এর মারাত্মক প্রভাবে পূর্বের নেক আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন: প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ছয়টি বিষয় আমলকে নষ্ট করে দেয়। (১) সৃষ্টির ত্রুটি অন্বেষণে লেগে থাকা, (২) অন্তরের কঠোরতা, (৩) দুনিয়ার ভালবাসা, (৪) লজ্জা কম হওয়া, (৫) দীর্ঘ আশা করা, (৬) অতিরিক্ত অত্যাচার।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়ায়িয, ১৬তম অংশ, ৮/৩৬, হাদিস: ৪৪০১৬)

চতুর্থ ক্ষতি:

অন্তরের কঠোরতার আরও একটি ক্ষতি হলো, বান্দা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি এবং তাঁর পক্ষ থেকে লানত (অর্থাৎ তাঁর রহমত থেকে দূরত্ব) এর উপযুক্ত হয়ে যায়। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের দয়ালু ব্যক্তিদের নিকট কল্যাণ অন্বেষণ করো, তাদের নিকট অবস্থান করো এবং পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিদের নিকট কল্যাণ চেয়ো না কেননা তাদের উপর লানত অবতীর্ণ হয়।" **(আল মুসতাদরাক, ৫/৪৫৮, হাদিস: ৭৯৭৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমাদের কোন মারাত্মক রোগ দেখা দেয় তবে আমরা অস্থির হয়ে যাই এবং এর থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসা শুরু করে দিই। কিন্তু অন্তরের কঠোরতা এমন মারাত্মক বাতেনী রোগ, যা দুনিয়া ধ্বংসের সাথে সাথে আখিরাতের অপমান ও অপদস্থতার কারণও

হতে পারে, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা স্বরূপ এমন কাজ করা, যা অন্তরকে কোমল করতে সহায়ক হয়। আসুন! এর মধ্য হতে কয়েকটি বিষয়ে শ্রবণ করি।

আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি করুন!

অন্তরকে কোমল করার বিষয়াদির মধ্য হতে একটি হলো অধিকহারে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং যেই আয়াতে মুবারাকায় আল্লাহ পাকের আযাবের বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে এবং অন্তরও কোমল হবে। যেমনটি ২৩তম পারা, সুরা যুমার এর ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِیْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ (পারা ২৩, যুমার, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের, পুনঃপুনঃ বর্ণনা সম্পন্ন, সেটার কারণে (ভয়ে) লোম খাড়া হয়ে যায় তাদেরই শরীরের উপর, যারা আপন রবকে ভয় করে, অতঃপর তাদের চামড়া ও হৃদয় নম্র হয়ে পড়ে আল্লাহর স্মরণের প্রতি আগ্রহে।

সিরাতুল জিনান, ৮ম খন্ডের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এটা আল্লাহর ওলিদের একটি বৈশিষ্ট্য যে, আল্লাহ পাকের যিকিরের কারণে তাঁদের লোম দাঁড়িয়ে যায়, শরীর কাঁপতে থাকে এবং অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। (খাযিন, আয যুমার, ৪/৫৩-৫৪, ২৩নং আয়াতের পাদটিকা)

আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া যে, আমাদেরও যেনো তাঁর প্রকৃত ভয় নসীব করেন। হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ পাকের ভয়ে বান্দার লোম দাঁড়িয়ে যায় তখন তার গুনাহ এভাবেই ঝরে পড়ে, যেভাবে শুকনো গাছ থেকে পাতা ঝরে যায়। (শুয়াবুল ঈমান, আল হাদী আশার মিন শুয়াবিল ঈমান, ১/৪৯১, হাদিস: ৮০৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উত্তম সাহচর্য অবলম্বন করা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে নম্রতা সৃষ্টির একটি পদ্ধতি হলো, মন্দ ব্যক্তির সাহচর্য থেকে দূরে থাকা এবং নেককার ও পরহেযগার ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন করা। প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "যেমন লোহা নরম হয়ে সরঞ্জামাদি, সোনা নরম হয়ে অলঙ্কার, মাটি নরম হয়ে ক্ষেত-খামার এবং আটা নরম হয়ে রুটি ইত্যাদি তৈরী হয়, ঠিক তেমনই মানুষের মন নরম হয়ে ওলী, সূফী, আরিফ ইত্যাদি হয়ে থাকে। অন্তরের নম্রতা আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত, অন্তরের এই নম্রতা বুযুর্গদের সাহচর্য এবং তাঁদের পবিত্র বাক্যালাপ দ্বারা নসিব হয়ে থাকে।" (মিরআতুল মানাজীহ, ৭/২) এবং নেককার লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করার আদেশ তো আল্লাহ পাক স্বয়ং কুরআনে পাকের ১১তম পারায় সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوۡنُوۡا مَعَ الصّٰدِقِیۡنَ
(পারা ১১, তাওবা, আয়াত ১১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

তাফসীরে “সীরাতুল জিনান” এর ৪র্থ খন্ডের ২৫৮ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে, এই আয়াত দ্বারা নেককার লোকদের সংস্পর্শে বসারও প্রমাণ পাওয়া যায়, কেননা তাঁদের সাথে থাকার একটি পন্থা হলো তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করা এবং তাঁদের সঙ্গ অবলম্বন করার একটি প্রভাব এরূপ হয় যে, তাঁদের আচরণ ও চরিত্র এবং উত্তম আমল সমূহ দেখে নিজেরও গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার তাওফিক অর্জিত হয় আর একটি প্রভাব এরূপ হয় যে, অন্তরের কঠোরতা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তাতে কোমলতা ও নম্রতা অনুভূত হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুকে স্মরণ করুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে কোমলতা সৃষ্টির জন্যে আরও একটি পদ্ধতি হলো নিজের মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করা। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর দরবারে এক মহিলা অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলে তখন তিনি এটার এই চিকিৎসা বর্ণনা করেন: “মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো, তোমার অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হবে।” সে কিছুদিন এরূপ করলো অতঃপর যখন তার অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হয়ে গেলো তখন উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো। **(ইত্তিহাফুস সা’আদাতিল মুত্তাকীন, ১৪/২৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজেদের মৃত্যুকে কখনো ভুলে থাকা উচিৎ নয় এবং দুনিয়ার ভালোবাসার পিছু ছেড়ে জীবনের বাকি

দিনগুলো আল্লাহ পাকের বেশি বেশি ইবাদত, আখিরাতের ভাবনা এবং মৃত্যুকে স্মরণ রাখার পাশাপাশি এর প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

কবর যিয়ারত করা:

অন্তরের কঠোরতা দূর করার জন্য মাঝে মাঝে কবর যিয়ারত করাও উচিত, এতে অবস্থানরত মৃতের অসহায়ত্বের প্রতি এভাবে ভাবুন যে, এদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিলো, যারা তাদের কাপড়ে মাটির একটি দাগও সহ্য করতে পারতো না, অথচ আজ স্বয়ং কবরে কয়েক মণ মাটির নিচে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। অনেকে আবার এমন সূক্ষ্ম মেজাজের ছিলো যে, নিজের নাকে কখনো মাছি বসতে দিতো না, কিন্তু আজ কবরে কীট-প্রতঙ্গরা তার অবস্থা বেহাল করে দিয়েছে হয়তো? কবর যিয়ারত করে এরূপ চিন্তাভাবনা করলে اِنْ شَآءَ الله অন্তরে কোমলতা সৃষ্টি হবে। যেমনটি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইরশাদ করেন: "আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা এটি অন্তরকে কোমল করে, চোখ থেকে অশ্রু নির্গত করে এবং আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (মুসতাদরাক, কিতাবুজ জানায়িয, ১/৭১০, হাদিস: ১৪৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নাম্বার ১০ এর প্রতি উৎসাহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরের কঠোরতার চিকিৎসা করতে, নেকীর প্রেরণা পেতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরী করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। "৭২টি

নেক আমল" এর উপর আমল এবং আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করুন। শায়খে তরিকত, আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে ১০ নাম্বার নেক আমল হলো: আপনি কি আজকে কানের বিভিন্ন গুনাহ অর্থাৎ গীবত করা, গান বাজনা, খারাপ ও অশ্লিল কথা, মোবাইল ফোনের মিউজিক্যাল টোন, কলার টোন ইত্যাদি শোনা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন? এটি এমন একটি নেক আমল, এর উপর যদি আমলকারী হয়ে যায় তবে অসংখ্য গুনাহ থেকে বেঁচে যাবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক আমলের উপর আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খুদ্দামুল মাসাজিদ (মসজিদ নির্মাণ) বিভাগ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনি কাজ করে যাচ্ছে, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি হলো "খুদ্দামুল মাসাজিদ তথা মসজিদ নির্মাণ" বিভাগও রয়েছে। এই বিভাগের অধীনে যেই এলাকায় মসজিদ প্রয়োজন হয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া তা আবাদ করা অর্থাৎ ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খতিব নিয়োগ এবং তাঁদের বেতনের ব্যবস্থাও এই বিভাগের অধীনে হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বিভাগ বছরে ৬০০টিরও বেশি মসজিদ নির্মাণ করছে অর্থাৎ প্রতিদিন ২টি মসজিদ নির্মাণ করছে, যা একটি বড় অর্জন। এই বিভাগটি আসলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মসজিদের প্রতি ভালোবাসার ফসল, তাঁর এই আগ্রহ যে, মসজিদ আবাদ করা, এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, তিনি “দাওয়াতে ইসলামী” কে মসজিদ ভরা সংগঠন বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি মাঝে মাঝে

সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় মসজিদ আবাদ করার উৎসাহ দিতে থাকেন। আহ! আমরাও যদি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এই সুন্দর চিন্তাধারা অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণ করা এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করে মসজিদ আবাদকারী হয়ে যেতাম।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযিলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৫৫, হাদিস: ১৭৫,)**

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর “১০১ মাদানী ফুল” পুস্তিকা থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল সুরমার মধ্যে উত্তম হলো “ইসমাদ”, কেননা এটি দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে আর পলক গজায়। **(ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তোহফা, ৪/১১৫, হাদিস: ৩৪৯৭)**

* পাথরী সুরমা ব্যবহারে কোন সমস্যা নাই এবং কালো সুরমা বা কাজল সৌন্দর্যের (নিয়্যতে) পুরুষের লাগানো মাকরূহ এবং সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য না হলে তবে নিষেধ নয়। **(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩৫৯)**

ঘোষণা

সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতী হালকায় বয়ান করা হবে অতএব এগুলো জানতে তরবিয়্যতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا ھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ১৫ আগস্ট ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট, (৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

সুরমা লাগানোর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

* সুরমা ঘুমানোর সময় ব্যবহার করা সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/১৮০) * সুরমা ব্যবহার করার তিনটি বর্ণিত পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাকা, (২) কখনো ডান চোখে তিন আর বাম চোখে দুই শলাকা, (৩) কখনো উভয় চোখে দুই শলাকা করে অতঃপর শেষে এক শলাকায় সুরমা লাগিয়ে তাই উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮, হাদিস: ৬৪২৮) * এভাবে করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটি সুন্নাতের উপর আমল হতে থাকবে। * সম্মানিত যত কাজ রয়েছে তা সবই আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করতেন, অতএব প্রথমে ডান চোখে সুরমা লাগান অতঃপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান থেকে মুক্তির দোয়া

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান থেকে মুক্তির দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتِىْ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنِىْ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

(আল মু'জামুল কবীর, ২/৩৩, হাদিস: ১১৯৬)

হে আল্লাহ! সকল কাজে আমার ফলাফল ভালো করো এবং আমাকে দুনিয়ার অপমান ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করো।

(ফয়যানে দোয়া, পৃ: ৩১৬)

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে “ভালো ভালো নিয়্যত” করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد